



49944 - সিয়ামের আয়াতে উল্লেখিত ফদিয়া এর পরিমাণ

প্রশ্ন

সিয়ামের আয়াতে উল্লেখিত ফদিয়া এর পরিমাণ কতটুকু?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক :

যে ব্যক্তি রমজান মাস পলেনে কনিতু তিনি সিয়াম পালনে সক্ষম নয়- অতশিয় বৃদ্ধ হওয়ার কারণে অথবা এমন অসুস্থ হওয়ার কারণে যার আরোগ্য লাভের আশা করা যায় না, তার উপর সিয়াম পালনফরজনয়। তিনি রযো ভগ্ন করবনে এবং প্রতদিনেরে বদলে একজন মসিকীনকে খাওয়াবনে।

আল্লাহ তা'আলা বলছেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّاماً مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة/183-184)

“হে মুমনিগণ, তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়ছে, যভোবে ফরয করা হয়ছেলি তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাত তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর। নরিদমিট কয়কে দনি। তবে তোমাদের মধ্যযে যে অসুস্থ থাকবে, কথিবা সফরযে থাকবে, তাহলে অন্যান্য দনি সংখ্যা পূরণ করে নবে। আর যাদের জন্য তা কষ্টকর হবে, তাদের কর্তব্য ফদিয়া তথা একজন দরদিরকে খাবার প্রদান করা। অতএব যে ব্যক্তি স্বচ্ছেছায় অতিরিক্ত সংকাজ করবে, তা তার জন্য কল্যাণকর হবে। আর সিয়াম পালন তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে। [সূরা বাক্বারাহ, ২: ১৮৩-১৮৪]

ইমাম বুখারী (৪৫০৫) ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করছেন যে তিনি বলছেন: “এ আয়াতটি মানসুখ (রহতি) নয়, বরং আয়াতটি অতি বৃদ্ধ নর ও নারীর ক্ষত্রে প্রযোজ্য- যারা রযো পালনে অক্ষম। তারা প্রতদিনেরে পরবিত্তে একজন মসিকীনকে খাওয়াবনে।”



ইবনে ক্বুদামাহ “আলমুগনী”গ্রন্থে (৪/৩৯৬)বলছেন:

“অতশিয় বৃদ্ধ নর ও নারীর জন্য রোযা পালন যদি কঠিনি ও কষ্টসাধ্য হয় তবে তাঁরা রোযা পালন না করে প্রতদিনে পরবির্তে একজন মসিকীনকে খাওয়াবনে। তাঁরা যদি মসিকীন খাওয়াতেও অক্ষম হন তবে তাদের উপর কোন কছিবর্তাবে না।

[لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا] (2 البقرة: 286)

“আল্লাহ কারো উপর তার সাধ্যেরে অতিরিক্ত বোঝা চাপান না।”[সূরা বাক্বারাহ, ২ :২৮৬]

আর যবে রোগীর আরোগ্য লাভেরে আশা করা যায় না,সেও রোযা ভুগ করবে এবং প্রতদিনে বদলে একজন মসিকীনকে খাওয়াবে।কারণ সে রোগীও বৃদ্ধ লোকেরে পর্যায়ভুক্ত।”সংক্ষিপ্তসার সমাপ্ত।

“আলমাওসূআহ আলফকিবহিয়াহ”(৫/১১৭)তে বলা হয়েছে:

“হানাফী,শাফয়ী ও হাম্বলী মাজহাবেরে আলমেগণ এ ব্যাপারে একমত পোষণ করছেন যবে, ফদিয়া তখনই আদায় করা যাবে,যখন কাযা আদায় করতে পারার ব্যাপারে নরিশা দেখা দবিবে। এই নরিশা হতে পারে বান্ধক্যেরে কারণে, যার ফলে ব্যক্তি রোযা রাখার সক্ষমতা রাখনে না।অথবা এমন কোন রোগেরে কারণে যবে রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করা দুর্লভ। যহেতে আল্লাহ তাআলা বলছেন:

[وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ] (2 البقرة: 184)

“আর যাদের জন্য তা কষ্টকর হবে, তাদের কর্তব্য ফদিয়া তথা একজন দরদিরকে খাবার প্রদান করা।”[সূরা বাক্বারাহ, ২:১৮৪]এর অর্থ হচ্ছ- যাদের জন্য সিয়াম পালন কষ্টসাধ্য।”সমাপ্ত।

আর শাইখ ইবনে উছাইমীন “ফাতাওয়াস্ সিয়াম” গ্রন্থে (পৃঃ ১১১) বলছেন : “আমাদের জানা উচতি যবে রোগী দুই প্রকার :

প্রথম প্রকার :

এমন রোগী যার রোগমুক্তরি আশা করা যায়।যমেন-সাময়িকি রোগ যা থেকে আরোগ্য লাভেরে আশা করা যায়।এ শ্রগীর রোগীর হুকুম হল যমেনটি আল্লাহ তাআলা বলছেন :

(فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)

“তবে তোমাদের মধ্যে যবে অসুস্থ হবে, কথিবা সফরে থাকবে, তাহলে অন্য দিনে সংখ্যা পূরণ করে নেবে।”[সূরা বাক্বারাহ, ২:১৮৪]



এ শ্রগীর রোগী সুস্থতার জন্য অপেক্ষা করবে। এরপর রোগী পালন করবে। যদি এমন হয় যে তার রোগ থেকেই যায় এবং সুস্থ না হয়ে সে মারা যায়, তবে তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না। কারণ আল্লাহ তাআলা তার উপর অন্য দনিগুলিতে রোগীর কাশা আদায় করা ফরজ করছিলেন। কিন্তু সে সুযোগ পাওয়ার আগেরই সে মারা গেছে। এক্ষেত্রে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে ব্যক্তি রমজান আসার আগেরই শাবান মাসে মারা গেলে, তার পক্ষ থেকে কাশা আদায় করতে হবে না।

দ্বিতীয় প্রকার :

এমন রোগী যার রোগ স্থায়ী। যমেন-ক্যান্সারের রোগ (আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই), কডিন রোগ, ডায়াবেটিস বা এ ধরণের স্থায়ী রোগ যা থেকে রোগীর আরোগ্য লাভ আশা করা যায় না। এ শ্রগীর রোগী রমজান মাসে সিয়াম পালন বর্জন করতে পারবে এবং প্রতিদিনের রোগীর বদলে একজন মসিকীন খাওয়ানো তার উপর আবশ্যিক হবে। ঠিকি যমেন অতশিয় বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা যারা সিয়াম পালনে সক্ষম নয় তারা করে থাকেন- রোগী না রেখে প্রতিদিনের বদলে একজন মসিকীন খাওয়ান। এর সপক্ষে কুরআনের দলীল হচ্ছে- আল্লাহ তাআলার বাণী:

(وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ)

“আর যাদের জন্য তা কষ্টকর হবে, তাদের কর্তব্য যদিয়া তথা একজন দরদিরকে খাবার প্রদান করা।” [২ আল-বাক্বারাহ : ১৮৪] উদ্ধৃতির সমাপ্তি

দুই :

ইত্ব আম বা খাওয়ানোর পদ্ধতি হল প্রত্যকে মসিকীনকে অর্ধকে স্বা (প্রায় ১.৫ কলিগোগ্রাম) খাবার যমেন-চাল বা অন্যকিছু প্রদান করা। অথবা খাবার বানিয়ে মসিকীনদেরকে দাওয়াত দিয়ে খাওয়ানো।

ইমাম বুখারী বলছেন :

“আর যে বয়সবৃদ্ধ ব্যক্তি রোগী পালনে সক্ষম নন তিনি মসিকীন খাওয়াবেন। যমেন আনাস (রাঃ) বৃদ্ধ হওয়ার পর এক বছর ক দুই বছর প্রতিদিনের পরবর্ততে একজন মসিকীনকে রুটা ও গোশত খাইয়েছেন; নজি সিয়াম পালন করেননি।” উদ্ধৃতি সমাপ্ত।

শাইখ ইবনে বাযকে একজন অতশিয় বৃদ্ধা সম্পর্কে জিজ্ঞাসে করা হয়েছিল (যনি রোগী পালনে সক্ষম নন) তনি কী করবেন?

তনি উত্তরে বলেন:



“তাক্কে প্রতদিনিরে বদলে একজন মসিকীনকঅর্ধ স্বা’ স্থানীয় খাবারখাওয়াতে হবে।যমেন-খজের, চাল বা অন্য কোনে খাদ্যদ্রব্য।ওজন হিসেবে এর পরিমাণ হল প্রায়দড়ে (১.৫)কলিগোগ্রাম।নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর একদল সাহাবী এই মরুমফেতয়ো দয়িচ্ছেনে,যাঁদেরমাঝাইবনআব্বাস (রাঃওআছনে।আরযদতিনিহিতদরদিরহনঅর্থাৎ মসিকীন খাওয়াতসেক্ষমনা হন,তবতোরউপর অন্যকছিবর্তাবনো।উল্লেখিতএইকাফফারা একজনমসিকীনকওে দওয়া যতে পারে,একাধকি মসিকীনকদেওয়াযতেপারে।মাসরেশুরুতওে দয়ো যতে পারে, মাঝখানওে দয়ো যতে পারে, শেষেওে দয়ো যতে পারে।আরআল্লাহইতাওফকিদাতা।”সমাপ্ত

[মাজমূ‘ফাতাওয়া ইবনে বায (বনি বাযরে ফতয়ো সংকলন), পৃষ্ঠা-১৫/২০৩]

শাইখ ইবনে ‘উছাইমীন ফাতাওয়াস্ সিয়াম (পৃঃ-১১১)এ বলছেন :“তাই স্থায়ী রোগে আক্রান্ত রোগী, অতশিয় বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদরে মধ্যযে যারা রোযা পালনে অক্ষম তাদের উপর প্রতদিনিরে রোযার পরবির্তে একজন মসিকীন খাওয়ানো ওয়াজবি।সটো খাদ্য দান করার মাধ্যমে হোক অথবা রমজান মাসরে দিনিরে সমান সংখ্যক মসিকীনকো দাওয়াত করখোওয়ানোরমাধ্যমহোক। ঠকি যমেনটি আনাস বনি মালকে (রাঃ) বৃদ্ধ হওয়ার পর করতনে। তিনি ৩০ জন মসিকীনকো একত্র দাওয়াত করে খাওয়াতনে। এতে তার একমাসরে রোযার কাফফারা হয়ে যতে। ”

ফতয়ো বযিয়ক স্থায়ী কমটিকি (১১/১৬৪) একবার জজিএসে করা হয়েছিলি রমজানরে রোযা রাখতে অক্ষম ব্যক্তরি পক্ষ থেকে মসিকীন খাওয়ানোর ব্যাপারে। যমেন-বার্ধক্যরে কারণে অক্ষম বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা এবং সুস্থতার আশা নই এমন রোগী।

তাঁরা উত্তরে বলেন :

“বার্ধক্যরে কারণে যে ব্যক্তরি রমজানরে রোযা পালনে অক্ষম যমেন-অশীতপির বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা অথবা রোযা পালন যার জন্য খুবই কষ্টসাধ্য তার জন্য রোযানা-রাখার ব্যাপারে ছাড় (রোখসত) আছে। তার জন্য প্রতদিনিরে পরবির্তে একজন মসিকীন খাওয়ানো ওয়াজবি। খাদ্যরে পরিমাণ হবে- অর্ধ স্বা গম,খজের,চাল বা এ জাতীয় অন্য কোনে খাবার। যবে খাবার তিনিজি পরিবারকে খাদ্য হিসেবে খাইয়ে থাকনে।একই বধান প্রযোজ্য এমনঅসুস্থ ব্যক্তরি ক্ষত্রেওে, যনি রোযা পালনে অক্ষম বা রোযা পালন করা তার জন্য অত্যন্ত কষ্টসাধ্য এবং তার রোগমুক্তরি কোনে আশা নই।”এর দলীল হলো আল্লাহ তা‘আলারবাণী:

[لا يُكْفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا] (2 البقرة : 286)

“আল্লাহ কারও উপর তার সাধ্যরে অতিরিক্ত বোঝা চাপান না।”[সূরা বাক্বারাহ, ২:২৮৬]এবং আরও এসছে :

[وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ] (22 الحج : 78)



“আর তিনি দ্বীনরে ব্যাপারে তোমাদের উপরকোন কাঠনিষ রাখেননি।”[সূরা হাজ্জ, ২২: ৭৮]

এবং তাঁর বাণী :

[وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ (2 البقرة : 184)]

“আর যাদের জন্য তা কষ্টকর হবে, তাদের কর্তব্য ফদিয়া তথা একজন দরদিরকে খাবার প্রদান করা।”[সূরা বাক্বারাহ, ২ : ১৮৪] উদ্ধৃতি সমাপ্ত।

আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।